DEC. 1 6 2000

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৬...

121

ঢাঃ বিঃ ক্যাম্পাস থমথমে ছাত্রলীগ বিব্রত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রলীগের তাণ্ডবলীলা চালানোর পর গতকাল (শুক্রবার) ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ছিল থমথমে। ক্যাম্পাসে গতকাল উপস্থিতি ছিল কম। যানবাহন তেমন চলাচল করেনি। শিক্ষকরাও গাড়ী নিয়ে তেমন বের হননি। এছাড়া ক্যাম্পাসে উপস্থিত সকলের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করা গেছে। মল চত্বর, হাকিম চত্বর, টিএসসি, চারুকলা ইনস্টিটিউটে অন্যান্য ছুটির দিনের তুলনায় আড্ডাও তেমন ছিল না।

গত বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে অসংখ্য গাড়ী ভাঙচুর, গোলাগুলী ও সন্ত্রাসী ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এ নিয়ে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। বিশেষ করে নীলক্ষেতে হামলা চালানোর সময় জিয়া হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হেমায়েতের গুলী ছোঁড়ার দৃশ্য পত্র-পত্রিকায় ছাপা হওয়ায় ছাত্রলীগ বিব্রত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। ক্যাম্পাসের বটতলায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিমের বক্তব্য রাখার সময় নীলক্ষেতে ছাত্রলীগ নেতা হেমায়েত-জুয়েলের নেতৃত্বে সংঘটিত সশস্ত্র

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢাঃবিঃ ক্যাম্পাস থমথমে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

এ হামলায় একজন বেবিচালক নিহত হয়। গতকাল মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার সাথে জড়িতদের তীব্র সমালোচনা ও তিরস্কার করেন। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ মন্তব্য করেন, "অনেক সুযোগসন্ধানী নেতা-কর্মীই এভাবে গোলাগুলী করে সকল কিছুর কৃতিত্বভার গ্রহণ করতে চায়। আর এ কারণেই মূল বিষয়কে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য ব্যবসায়ীদের সাথে সংগঠনের কতিপয় নেতা-কর্মী সংঘর্ষ-সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে বলে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ মন্তব্য করেন। এ নিয়ে সাধারণ ছাত্র ও শিক্ষকদের মাঝেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেকেই হেমায়েতকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ও সংগঠন থেকে বহিষ্কারের দাবী জানিয়েছেন। ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার মুখে ছাত্রলীগ নেতা হেমায়েতকে গতকাল মধুর ক্যান্টিনসহ ক্যাম্পাসের কোথাও দেখা যায়নি।